দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধঃস্তনদের দিয়ে হাত পা টেপান...

৪০ শিক্ষকের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ছাত্রীদের জামার হাতা কেটে দেয়ার পর এবার রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মেহেজাবীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অধঃস্তন শিক্ষকদের দিয়ে হাত পা টিপিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া মেহেজাবীনের বিরুদ্ধে রয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অসদাচরণ ও ভর্তি বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ। সম্প্রতি তার এ স্বেচ্ছাচারী, অনৈতিক আচরণ ও অনিয়মের বিচার দাবি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের ৪০ শিক্ষক। এছাড়া স্কুলের গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে একটি অভিযোগ পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির আস্থাভাজন হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এসব গুরুতর অভিযোগের কোনটিরই ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে জানান স্কুলের শিক্ষকরা। তবে এসব অভিযোগ সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন মেহেজাবীন।

মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে দেয়া লিখিত অভিযোগে বলা হয়, প্রধান শিক্ষক মেহেজাবীন চৌধুরী অবৈধভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভর্তি বাণিজ্য, সহকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, চাপ প্রয়োগ করে সহকর্মীদের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ, সঠিকভাবে ক্লাসে না যাওয়া, নিজ কক্ষে বসে অন্য শিক্ষকদের দিয়ে পা টেপানোর মতো কাজ করছেন।

অভিযোগে বলা হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থে জুনিয়র শিক্ষকদের দিয়ে ছাত্রদের খাতায় নম্বর বাড়িয়ে বা কমিয়ে থাকেন। বিগত অধ্যক্ষ বদেলা হাবীবের সময় থেকে তিনি সরাসরি ভর্তি বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছেন। হাতিয়ে নিচ্ছেন বড় অংকের টাকা। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তিনি বিদ্যালয়ের ইসলাম ধর্মের শিক্ষক আবদুল করিম শাহীনকে দিয়ে পা টিপিয়ে নেন। এটা তার পুরনো অভ্যাস বলেও জানান বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক।

তার দুর্ব্যবহারের কারণে নাজমুন নাহার রুমা, নার্গিস সুলতানা, খুশি কবীর নামে তিনজন শিক্ষক চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া তিনি সুকৌশলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহবুবা খানম কল্পনাকে দিয়ে ছাত্রীর হাতার জামা কাটাতে বাধ্য করেন। তবে এ বিষয়ে মেহেজাবীন বলেন, আমি ইহন দেইনি। কল্পনা স্বপ্রবৃত্ত প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়েই এটি করেছেন।

এছাড়া মেহেজাবীন চৌধুরী স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। তারা বলেন, মেহেজাবীন চৌধুরী স্কুলের সকল শিক্ষকদের সঙ্গে ঔদ্ধত্য আচরণ করেন। তার দুর্ব্যবহারের কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবাই অতিষ্ঠ। এছাড়া পুরো বিদ্যালয় জুড়ে চালিয়ে যান তার একচ্ছত্র আধিপত্য। এসবের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা বারবার অভিযোগ করলেও মূলত তিনি গভর্নিং বোর্ডের প্রভাবশালীদের আস্থাভাজন হওয়ায় কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা বলেও অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

এ ব্যাপারে জানতে মেহেজাবীন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এসব সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, যারা এসব অভিযোগ করেছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এ বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ পত্র এসেছে। এখনও বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনায় বসিনি। ছাত্রীদের জামার হাতা কাটার বিষয়ে তিনি বলেন, সেটি নিয়ে এখনও তদন্ত হচ্ছে। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উম্মে সালমা বেগম বলেন, আমি এখানে নতুন নিয়োগ পেয়েছি। শিক্ষকদের যদি এসব নিয়ে কোন অভিযোগ এসে থাকে তাহলে তা গভর্নিং বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে। এর আগে ২৩ মে স্কুল ছাত্রীদের জামার হাতা কাটা নিয়ে আলোচনায় উঠে আসে রাজধানীর এ স্কুলটি। ২২ মে, বুধবার স্কুলটির উপাধ্যক্ষ মাহবুবা খানম কল্পনা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে কাঁচি দিয়ে অর্ধশত ছাত্রীর স্কুলের জামার হাতা কেটে দেন। মেহেজাবীন চৌধুরীর পরামর্শে এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।